দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

পরিচিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নসমূহের আদি পুরুষ। ১৯৪০' সালের দিকে friendly pressure. ক্রমশঃ কিছুটা ধারালো রূপ নিল প্রথমবারের মত "Charter of student Rights and Responsibilities' প্রকাশনার মাধ্যমে। এই চার্টারে ছাত্র অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ জানিয়ে মূল যে দাবি পেশ করা হয় তা ছিল "The right to share in the government and administation of the university- বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ও প্রশাসনে ছাত্রদের অংশীদারিত্ব। এই দাবি অবশ্য মেনে নেয়া হয়নি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে ছাত্রদের ধ্যান-ধারণা, মতা-মতকে মূল্য দেয়া, বিবেচনায় আনা শুরু হল। কিন্তু এতেও থেমে থাকলো না অধিকার আদায়ের আন্দোলন। শিল্প-সভ্যতার প্রসার, গণতান্ত্রিক এবং সমাজতন্ত্রবাদী চেতনা ও চিন্তা ধারার বিকাশ, ঔপনিবেশিক দেশসমূহে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, সর্বোপরি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সমাজ জীবনে জটিলতার সৃষ্টি, পুরাতন মূল্যবোধের অবক্ষয়, নতুন মূল্যবোধের জন্ম—সব কিছুর প্রচন্ড প্রভাব গড়লো এই শতকের পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের জনজীবনে। বিশ্ববিদ্যালয়ও এই প্রভাবের বাইরে থাকতে পারলো না। ফলে, এল ষাটের দশকের 'ছাত্র-বিদ্রোহ' পৃথিবীর প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য ছিল, To break the lock-step and give the student greater control over the decisions that affect his life"। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্ররাই প্রাপ্তবয়স্ক এবং তাদের দিতে হবে প্রাপ্তবয়স্কের মর্যাদা; তাদের নিজদের জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিকার, বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ। ১৯৭০-এর দিকে অবশ্য বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে এল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ছাড় দিতে হয়েছে অনেক, তার মধ্যে একটি হল In loco parentis, অভিভাবকত্বের পুরনো ধারণাকে বিসর্জন দেয়া, অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারণে, ছাত্রদের অংশীদারিত্ব মেনে নেয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পরিষদসমূহে তাদের প্রতিনিধিত্ব দেয়া। স্বাধীনতা উত্তরকালে এদেশেও বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ছাত্রদের প্রতি-নিধি থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব আটশত বছরের নয়, সত্তর বছরের। শুরু হয়েছিল, মধ্যযুগে ইতালী, প্যারী অক্সফোর্ড কিংবা কেম্ব্রীজের গোড়া-পত্তন যেভাবে হয়েছিল ঠিক সেভাবে নয়; শিক্ষার্থীর উদ্যোগে নয়, ব্রিটিশ শাসকের উদ্যোগে, অনুদানে পৃষ্ঠ-পোষকতায় এবং তাদের প্রয়োজনে। তবুও বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অভিভাবক প্রতি-পাল্যের আদর্শের ভিত্তিতেই প্রথম পর্যায়ে তিনটি আবাসিক হল নিয়ে গড়ে উঠেছিল এদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পরবর্তীকালেও যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থাপিত হয়েছে তাও একই আদর্শকে কেন্দ্র করে। আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যায়ের পরিচালনা এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, কর্মকান্ডের কেন্দ্র-বিন্দু ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক হল। হলের প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষক রয়েছে তবুও প্রশাসন প্রধান উপাচার্যকে তার প্রাত্যহিক কর্মব্যস্ততার কমপক্ষে ৭০ ভাগ দিতে হয় হলের জন্যে। কখন কোন হলে কি ঘটে তার জন্য তাকে সর্বক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকতে হয়।

পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'অভি-ভাবকত্বে'-এর ধারণাটি এখন বিশ্ববিদ্যালয় বিধি-বিধানে বইটির পাতায়ই সীমাবদ্ধ। ছাত্র সম্পর্কিত নিয়ম-শৃংখলার বিধি বিধান যথাযথ প্রয়োগ এখন আর হয় না, নতুন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তা সম্ভব নয়।

কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে দেশের রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। কারণ সে প্রেক্ষাপটেই নিহিত রয়েছে আজকের এই অন-ভিপ্রেত অবস্থার মূল কারণ। যে সমাজদেহ বিস্ফোটে ভরা, যার শিরা-উপশিরায় দূষিত রক্ত প্রবাহিত তাকে বাদ দিয়ে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় আর ছাত্র-শিক্ষকদের দোষারোপ করলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাঙ্ক্ষিত চিত্র ফিরে আসবে না। এ সম্পর্কে আলোচনা পরবর্তীকালে করা যাবে। এখানে একটা কথাই শুধু বলে রাখা দরকার। অন্যান্য দেশের মত এদেশে পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে ছাত্রবিদ্রোহ হয়েছে। কিন্তু তা ছিল পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে; ভাষার মর্যাদা রক্ষা, স্বাধিকার এবং স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে। এবিদ্রোহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছিল না, যদিও ছাত্রেরা সবসময়ই তাদের সুযোগ-সুবিধা, এবং অধিকার সংক্রান্ত দাবি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সামনে এসেছে, শ্লোগান দিয়ে, মিছিল করে এসেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন আজ বাইরের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হলে, করিডোরে ক্যাম্পাসে আজ বহিরাগতদের ভীড়। আলাদা করে চেনার উপায় নেই। শিক্ষার্থীরা আজ শুধু শিক্ষার্থী নয়, রাজনৈতিক দলের কর্মীও এবং সে কারণে তাদের দৃষ্টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা পেরিয়ে দেশের বৃহত্তর অঙ্গনে প্রসারিত এবং সেই সঙ্গে তাদের আনুগত্যও। তাই শিক্ষকদের আদেশ-উপদেশ তাদের মনে আর তেমনভাবে দাগ কাটে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যা শেখে বৃহত্তর সমাজে গিয়ে তা ভুলে যায়—যে সমাজ আজ বিক্ষুব্ধ, যেখানে সততা বিলুপ্ত, সত্য অপ্রকাশিত, মূল্যবোধের অবক্ষয় অব্যাহত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের একটা কথা মনে রাখতে হবে—বিশ্ব-বিদ্যালয় তাদেরই, তাদের ভবিষ্যত রচনার পীঠস্থান। তাই তাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে, ভূমিকা রাখতে হবে এর সুস্থ পরিবেশ রক্ষায়।